১২তম বর্ষ: ১ম সংখ্যা

মাতৃভাষা-বার্তা

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) বিশ্বের ভাষা ও সংস্কৃতি গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। স্মর্তব্য যে, ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করা হয়। এ ঘোষণার ফলে বিশ্বের বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাসমূহের সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার ফলে মাতৃভাষার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে বাঙালির অতুলনীয় আত্মদানের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস বিশ্বময় পরিচিতি লাভ করেছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ অর্জনের ফলে পৃথিবীর সকল মাতৃভাষী উজ্জীবিত এবং মাতৃভাষার উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে অনুপ্রাণিত হয়েছে। এ স্বীকৃতি অর্জনে প্রাথমিক পর্যায়ে কানাডা প্রবাসী প্রয়াত রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম এবং কানাডার বহুভাষিক ও বহুজাতিক সংগঠন 'Mother Language Lovers of the World Society' (বিশ্ব মাতৃভাষা প্রেমিকগোষ্ঠী) সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিকাশমান ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষাগুলির মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় গবেষণার জন্য ঢাকায় একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই প্রেক্ষাপটে ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ ঢাকার সেগুনবাগিচায় জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনানের উপস্থিতিতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠাকাল ২০১০ সাল এবং সে বছর ২১শে ফেব্রুয়ারি ইনস্টিটিউট ভবনের শুভ উদ্বোধন করা হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৬ সালের ১২ই জানুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ইউনেস্কো ক্যাটেগরি-২ প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি লাভ করেছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা সংগ্রহ, নথিবদ্ধকরণ এবং সংরক্ষণের জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি থেকে মাতৃভাষাপিডিয়া (বাংলা ও ইংরেজি), বহুভাষী পকেট অভিধান (ভাষা ১৬টি), বিভিন্ন নৃভাষার অভিধান, অনুবাদ গ্রন্থ, মৌলিক গ্রন্থ, মাতৃভাষা পত্রিকা, অন্যান্য প্রকাশনা, শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্মরণিকা, বার্ষিক প্রতিবেদন, ভাষা তথ্য-সংগ্রহ প্রতিবেদন, উপভাষাভিত্তিক কর্মশালার প্রতিবেদন, সেমিনার পুস্তিকা/প্রতিবেদন, বিশেষ পুস্তিকা, মাতৃভাষা-বার্তা (বাংলা), Mother Language Journal, Annual Report, IMLI News Letter ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। এছাড়া প্রতি তিন মাস অন্তর প্রতিষ্ঠানটির আয়োজিত সব ধরনের কার্যক্রমের তথ্য 'মাতৃভাষা বার্তা'য় প্রকাশিত হয়। এই ত্রৈমাসিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গবেষণা, প্রকাশনা, সংবাদ ও তথ্য সম্পর্কিত বিষয় ও সংশ্লিষ্ট আলোকচিত্র মুদ্রিত হয়। এটি সরকারের রাজস্ব খাতের আওতাধীন প্রতিষ্ঠান হওয়ায় সরকার কর্তৃক জারিকৃত এপিএ নির্ধারিত কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, বিভিন্ন অনুষ্ঠান পালন, প্রশাসনিক সব ধরনের কার্যক্রমের তথ্য ত্রৈমাসিক বার্তায় প্রকাশিত হয়ে থাকে।

এ সংখ্যায় ২০২৫ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের মধ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে গবেষণা, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন, আমাই গ্রন্থাগারের সেবাগ্রহণ, বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভস পরিদর্শন এবং প্রশাসনিক পর্যায়ে যে সমস্ত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে সেগুলোর বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিশ্বের ভাষা ও সংস্কৃতি চর্চায় বদ্ধপরিকর। বাংলাসহ অন্যান্য ভাষা চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তা পুনরুজ্জীবন, সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও নথিবদ্ধকরণ আমাইয়ের মূল লক্ষ্য।

প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এগুলো প্রধানত তিন ধরনের। যথা:

ক. দাপ্তরিক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকাশনা

১. মাতৃভাষা বার্তা;
২. বার্ষিক প্রতিবেদন; এবং
৩. বিভিন্ন ধরনের প্রতিবেদন।

খ. গবেষণা পত্রিকা, অভিধান ও বইসমূহ

১. বাংলা গবেষণা জার্নাল;
২. ইংরেজি গবেষণা জার্নাল;
৩. অভিধান বা শব্দকোষ; এবং
৪. বিভিন্ন ধরনের বই (মৌলিক ও অনুবাদ)।

গ. বিশেষ প্রকাশনা

১. একুশের স্মরণিকা;
২. বিশেষ সংখ্যা; এবং
৩. প্রতিবেদনসমূহ।

❖ এই প্রতিষ্ঠান হতে জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ সময়ের মধ্যে নিম্নরূপ দাপ্তরিক কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রকাশনা, গবেষণা পত্রিকা, মৌলিক বই, অভিধান এবং বিশেষ প্রকাশনা কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে।

১. বাংলার শব্দ-মানচিত্র
২. বাংলাদেশের খোট্টা উপভাষা
৩. চাক বাংলা অভিধান
৪. বৈষম্য-বিরোধী আন্দোলন-২০২৪: বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন
৫. বিশ্বসাহিত্যের সেরা গল্প (অনুবাদ)
৬. মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ এর স্মরণিকা
৭. An Evaluation of the English Curriculum and Textbook at the HSC Level in Bangladesh
৮. মাতৃভাষা পত্রিকা (৯ম ও ১০ম বর্ষ)

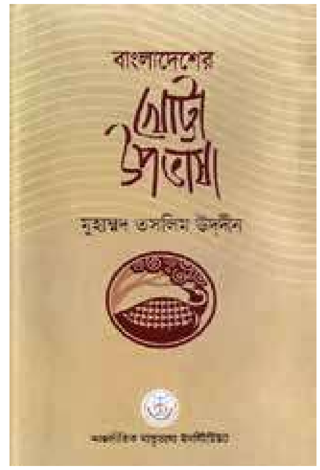

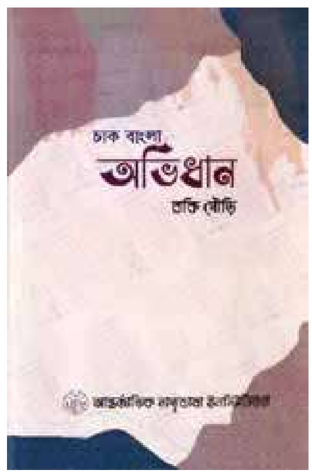

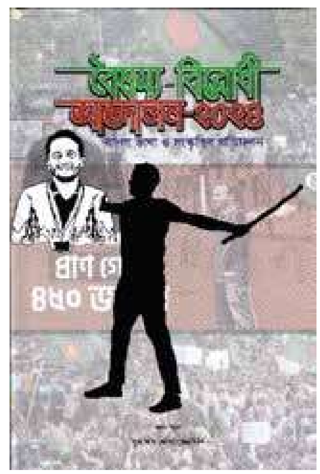
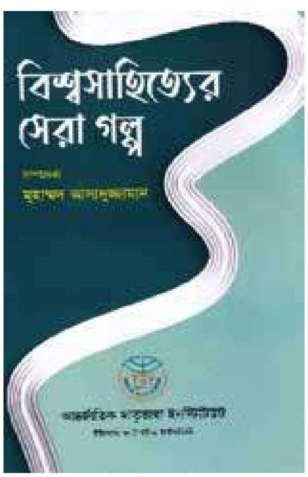

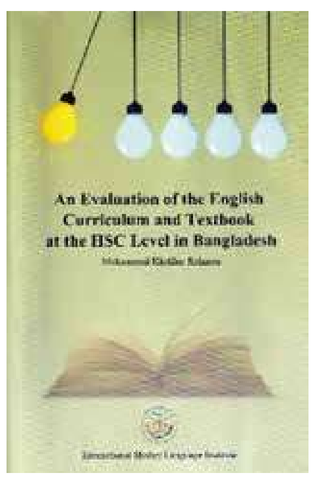

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ সময়ে প্রকাশিত প্রকাশনাসমূহের প্রচ্ছদ

গবেষণা বিষয়ক প্রতিবেদন

আমাই গবেষণা নীতিমালা ২০২২ অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে পোস্ট-ডক্টোরাল ও পেশাগত গবেষণায় বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের চূড়ান্ত গবেষণা পাণ্ডুলিপি জমাদান সাপেক্ষে শেষ কিস্তির চেক প্রদান করা হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে পিএইচডি ও এমফিল গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের তাঁদের তত্ত্বাবধায়কের সন্তোষজনক অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে ২য় কিস্তির চেক প্রদান করা হয়।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বাজেটের আওতায় ফেলোশিপ গবেষণা, পিএইচডি গবেষণা, এমফিল গবেষণা ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে মোট ১২ (বারো) জনকে গবেষণা বৃত্তির জন্য মনোনয়ন প্রদান করা হয়। ফেলোশিপ ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের গবেষণাকর্মের সার্বিক তত্ত্বাবধানের জন্য তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন করা হয়েছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকগণের সঙ্গে আমাইয়ের কর্মকর্তাগণ

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আমাই গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত ফেলোশিপ ও পেশাগত ক্যাটেগরির গবেষকগণের প্রাথমিক অগ্রগতি উপস্থাপন সংক্রান্ত ১ম সেমিনার ১১ই মার্চ, ২০২৫ তারিখ মঙ্গলবার সকাল ১০:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের ৪র্থ তলার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সেমিনারে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এবং জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। সেমিনারে সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব শারমিন জাহান শিমুল, উপপরিচালক (গবেষণা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)। সেমিনারে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকগণ তাঁদের নিজ নিজ গবেষণাকর্মের প্রাথমিক অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে গবেষণা বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকগণের সঙ্গে আমাইয়ের কর্মকর্তাগণ

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে ফেলোশিপ গবেষণা ক্যাটেগরিতে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকগণের ৩য় সেমিনার এবং ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ফেলোশিপ ও পেশাগত গবেষণা ক্যাটেগরির বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকগণের গবেষণাকর্মের ২য় সেমিনার ১২ই মার্চ, ২০২৫ তারিখ বুধবার সকাল ১০:০০টা থেকে দুপুর ০১:০০টা পর্যন্ত ইনস্টিটিউটের ৪র্থ তলার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে (লেভেল-৪) অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সেমিনারে বিষয় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এবং জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট। সেমিনারে সঞ্চালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব শারমিন জাহান শিমুল, উপপরিচালক (গবেষণা), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)। সেমিনারে বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকগণ তাঁদের নিজ নিজ গবেষণাকর্মের অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন।

কর্মশালা সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে অনুমোদিত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনের দক্ষতা ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৫ কালসীমায়) নিম্নোক্ত ০২টি (দুই) কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালা-১: 'সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে ভাষার ব্যবহার' শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ১০ই মার্চ, ২০২৫ তারিখ 'সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে ভাষার ব্যবহার' শীর্ষক দিনব্যাপী একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় ইনস্টিটিউটের ৩১ (একত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

'সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে ভাষার ব্যবহার' শীর্ষক কর্মশালার একাংশ

কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ও প্রমিত বাংলা ভাষার বানানরীতি এবং এর গুরুত্ব বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; 'প্রমিত বাংলা ভাষার উচ্চারণরীতি ও এর গুরুত্ব' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ড. তারিক মনজুর, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; 'দাপ্তরিক কাজে শুদ্ধ বাংলা ভাষার ব্যবহার ও এর গুরুত্ব' বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেন জনাব গুলশান আরা বেগম, অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; 'দাপ্তরিক কাজে পরিভাষার ব্যবহার' বিষয়ক আলোচনা উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) জনাব আবুল কালাম; এবং সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী।

'সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে ভাষার ব্যবহার' শীর্ষক কর্মশালার একাংশ

কর্মশালা-২: 'জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণতকরণ' শীর্ষক কর্মশালা

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ২০শে মার্চ, ২০২৫ তারিখ 'জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণতকরণ' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালায় ইনস্টিটিউটের ৩০ (ত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯ (নয়) জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

'জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণতকরণ' শীর্ষক কর্মশালার একাংশ

কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ও ধারণাপত্র উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; 'জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে পরিণত করাই বড় চ্যালেঞ্জ' বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব শাহিনা পারভীন, উপসচিব (শৃঙ্খলা বিষয়ক শাখা), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়; 'বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়নে বিএমইটি-এর ভূমিকা' বিষয়ক আলোচনা করেন জনাব জোহরা মনসুর, উপপরিচালক, জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি); 'জনসংখ্যাকে জনসম্পদে রূপান্তরের কৌশল: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত' বিষয়ে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) জনাব আবুল কালাম এবং সমাপনী বক্তব্য উপস্থাপন করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী।

'জনশক্তিকে জনসম্পদে পরিণতকরণ' শীর্ষক কর্মশালার একাংশ

প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অনুকূলে অনুমোদিত ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিটের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মসম্পাদনের দক্ষতা ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে (জানুয়ারি-মার্চ, ২০২৫ কালসীমায়) নিম্নোক্ত ০৩টি (তিন) প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণ-১: 'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ১৩ই মার্চ, ২০২৫ তারিখ 'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি' শীর্ষক দিনব্যাপী একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩৩ (তেত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি' শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও সিটিজেন চার্টার বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; 'সেবা নিশ্চিত করণে সিটিজেন চার্টারের ভূমিকা' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) জনাব আবুল কালাম; 'সিটিজেন চার্টার সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা এবং প্রাতিষ্ঠানিক, অভ্যন্তরীণ ও নাগরিক সেবা' বিষয়ক আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী; 'সিটিজেন চার্টার হালনাগাদ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব শেখ শামীম ইসলাম; 'সিটিজেন চার্টারের কার্যকারিতা' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (গবেষণা) জনাব শারমিন জাহান শিমুল; এবং 'আমাইয়ের সিটিজেন চার্টার, বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা করেন জনাব মোঃ আবদুল কাদের, উপপরিচালক (প্রশাসন), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট।

'সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি' শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণ-২: 'দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ১৭ই মার্চ, ২০২৫ তারিখ 'দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার' শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩৪ (চৌত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

'দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

'প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও প্রমিত বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্র' বিষয়ে ধারণা প্রদান করেন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; 'দাপ্তরিক কাজে বাংলা পরিভাষার ব্যবহার' বিষয়ে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী; 'দাপ্তরিক কাজে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার: সামাজিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব' বিষয়ে আলোচনা করেন জনাব গুলশান আরা বেগম, অধ্যাপক, ভাষা বিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; 'দাপ্তরিক নোট ও পত্র লিখনে বাংলা ভাষার প্রয়োগ' বিষয়ে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) জনাব আবুল কালাম; 'দাপ্তরিক কাজে প্রমিত বাংলা ভাষা উচ্চারণের প্রয়োগ ক্ষেত্র' বিষয়ে আলোচনা করেন ড. তারিক মনজুর, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

'দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজে প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যবহার' শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণ-৩: 'সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে গত ১৮ই মার্চ, ২০২৫ তারিখ 'সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে ইনস্টিটিউটের ৩৩ (তেত্রিশ) জন কর্মকর্তা-কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন।

'সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

প্রশিক্ষণের শুভ উদ্বোধন ও ক্রয় নীতিমালা সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। 'পণ্য, কার্য ও সেবার ক্রয় পদ্ধতি এবং উহার প্রয়োগ' নিয়ে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী; 'সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মূল বিধানাবলি' বিষয়ে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) জনাব আবুল কালাম; 'ই-জিপির মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া' বিষয়ে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব খিলফাত জাহান যুবাইরাহ; '১. ক্রয় প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ ২. ক্রয় ও চুক্তির কৌশল ৩. ক্রয় প্রক্রিয়াসমূহ' প্রসঙ্গে আলোচনা করেন ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ) জনাব শেখ শামীম ইসলাম।

'সরকারি ক্রয় ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রশিক্ষণের একাংশ

ভাষা-জাদুঘর পরিদর্শন প্রতিবেদন

পৃথিবীর মাতৃভাষাসমূহ সংরক্ষণ, সুরক্ষা, গবেষণা, নথিবদ্ধ করাসহ এগুলোর অবয়বগত উন্নয়ন সাধনের লক্ষ্যে ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এরই একটি কর্মোদ্যোগ হচ্ছে ভাষা জাদুঘর। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর সাধারণত রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সকাল ৯.৩০টা থেকে বিকাল ৪.৩০টা পর্যন্ত সকল শ্রেণির দর্শণার্থীর জন্য উন্মুক্ত থাকে। বিনা ফি-তে যে কোনো দর্শনার্থী এ জাদুঘরটি পরিদর্শন করতে পারেন। ১লা জানুয়ারি, ২০২৫ হতে ৩১শে মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত সর্বমোট ১৭৩ জন দর্শনার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেছেন। ভাষা জাদুঘর পরিদর্শনের পর দর্শণার্থীগণ জাদুঘর পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা উপলব্ধি সংক্রান্ত মন্তব্য 'মন্তব্য' বইতে লিপিবদ্ধ করে থাকেন। এ মন্তব্যসমূহের উল্লেখযোগ্য অংশ বিশেষ উপস্থাপন করা হলো:

০৮ই জানুয়ারি ২০২৫: সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল বাসিত, ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন 'চমৎকার অভিজ্ঞতা গ্রহণ করলাম। বর্তমান শিক্ষার্থীদের জন্য ভাষা বিষয়ক অভিজ্ঞতা গ্রহণের প্রাণকেন্দ্র।'

সিলেট সরকারি মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল বাসিত
ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন

২৬শে জানুয়ারি ২০২৫: বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের প্রোগ্রাম অফিসার মুহাঃ তানজির পারভেজ, ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'চমৎকার আয়োজন। জ্ঞান বিকাশে সহায়ক।'

৫ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫: সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নুসরাত জাহান, ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'ভাষা জাদুঘরটি অভিনব প্রামান্য চিত্র থাকলে আরও সমৃদ্ধ হবে ইনশাআল্লাহ।'

১১ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫: ৩৫/বি উত্তর ফুলার রোড, ঢাবি থেকে শাকেরা সুলতানা, ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'ভাষা জাদুঘর দেখে মুগ্ধ হলাম।'

শাকেরা সুলতানা ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন

১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫: গাজীপুর ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বালিক উচ্চ বিদ্যালয়ের সহকরী শিক্ষক শাহ মোঃ তানভীর উল ইসলাম, ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'মনে হলো এক মিনিটে বিশ্ব ভ্রমণ করে জ্ঞানের সমুদ্রে নুড়ি কুড়ালাম।'

১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫: বিবি মরিয়ম গার্লস হাই স্কুল এন্ড কলেজ নারায়নগঞ্জ থেকে জান্নাত তাজরী খান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতার ২০২৫-এর চূড়ান্ত পর্ব শেষে ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'অসাধারণ একটি ভাষা জাদুঘর। বিশ্বের নানান ভাষার অজানা তথ্যের এক বিরাট ভান্ডার এটি।'

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক আয়োজিত লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতার ২০২৫-এর চূড়ান্ত পর্বে অংশ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীবৃন্দের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

২২শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫: SIL International Bangladesh-এর Associate Director জেনিস মৌসুমী সরকার প্রথমবারের মতো ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন- 'অসাধারণ, সমৃদ্ধশালী জাদুঘর। সর্বোচ্চ ভাষা সমৃদ্ধ দেশ পাপুয়া নিউ গিনি (৮৪০টি) ভাষা সম্পর্কে জানতে পারলাম।'

২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫: Viqarunnisa Noon School and college-এর Assistant Teacher Mahsiya Rahman Marissa, ২০ জন শিক্ষার্থীসহ ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'Great places are definitely a student's largest curiosity. Doing tons of entertaining and informative stuffs made us extremely happy.'

ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষিকাসহ ২০ জন শিক্ষার্থীর ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫: উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ ১৫ জন শিক্ষার্থী ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে তাদের মধ্য থেকে দীপান্বিতা সাহা নামে একজন শিক্ষার্থী মন্তব্য করেন, 'আমাদের অত্যন্ত চমৎকার লেগেছে এই জাদুঘরটি থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছি। সকলকে ধন্যবাদ।'

উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ ১৫ জন শিক্ষার্থীর ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন

২৩শে মার্চ ২০২৫: অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব জোবেদা খাতুন, ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'অনেক দেশের ভাষার বৈচিত্র্য নিজ দেশের বহু ভাষা সম্পর্কে তথ্য অসাধারণ। এখানে কর্মীদের আন্তরিকতা অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ। তারা অনেক কর্তব্যনিষ্ঠ। সব মিলিয়ে ভালো লাগা অফুরন্ত।'

২৫শে মার্চ ২০২৫: জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) থেকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে থেকে ভোলা সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের প্রভাষক রাসেল মোল্লা পরিদর্শন শেষে মন্তব্য করেন, 'Language related equipment's are not enough to understand the history and culture of a country.'

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) থেকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের ২৫ জন প্রশিক্ষণার্থী ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন

আমাই গ্রন্থাগার প্রতিবেদন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) বিশ্বের সব মানুষের মাতৃভাষার বিকাশ, সংরক্ষণ এবং বিপন্ন ও বিলুপ্তপ্রায় ভাষার উন্নয়নের জন্য নিবেদিত প্রতিষ্ঠান। ভাষা গবেষক, শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আগ্রহী পাঠককে সেবাদানের নিমিত্তে এ প্রতিষ্ঠানে একটি সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার রয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার একটি বিশেষায়িত গ্রন্থাগার। আমাই ভবনের ৫ম তলায় অবস্থিত এ গ্রন্থাগার রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) সাপ্তাহিক কার্যদিবসে সকাল ৯:৩০ থেকে বিকাল ৪:৩০ পর্যন্ত পাঠকদের ব্যবহারের জন্য খোলা থাকে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) গ্রন্থাগারের সংগ্রহে প্রায় ১৪,২৮২টি পাঠ্যসামগ্রী রয়েছে। ভাষাবিজ্ঞান বিষয়ক বইপত্র ছাড়াও রয়েছে অভিধান, বিশ্বকোষ অন্যান্য কোষগ্রন্থ, বাংলাসাহিত্য বিষয়ক গ্রন্থ, নৃবিজ্ঞান, অর্থনীতি, সামাজিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি এবং ধর্ম-সংস্কৃতি বিষয়ক গ্রন্থ ও পত্রিকা, সাময়িকী, গেজেট ইত্যাদি সংগ্রহে এ গ্রন্থাগার সমৃদ্ধ।

মাননীয় শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. চৌধুরী রফিকুল আবরার এবং ইনস্টিটিউটের সম্মানিত পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান মহোদয়ের আমাই গ্রন্থাগার পরিদর্শন

আমাই গ্রন্থাগারে যেসব উল্লেখযোগ্য সেবা রয়েছে তা হলো– সাইবার কর্নার সেবা, রেফারেন্স কক্ষ সেবা, ফটোকপি সেবা, স্ক্যানার সেবা ও ইন্টারনেট সেবা ইত্যাদি। ফটোকপি সেবা ও স্ক্যানার সেবা একটি নির্ধারিত ফি-এর বিনিময়ে ব্যবহারকারী গ্রহণ করতে পারে।

রয়েছে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, সুবিন্যস্ত ও সুপরিসর পাঠকক্ষ। পাঠক ও গবেষকদের নিবিড় পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে স্বতন্ত্র একটি রেফারেন্স কক্ষও স্থাপন করা হয়েছে। এই রেফারেন্স কক্ষের মধ্যে দেশ-বিদেশের বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য বিশ্বকোষ, অভিধান ও অন্যান্য রেফারেন্স গ্রন্থ রয়েছে। এই রেফারেন্স বইগুলো রেফারেন্স কক্ষের মধ্যে বসে পড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। যা ব্যবহারকারীর কাঙ্ক্ষিত তথ্য সেবা পেতে সহায়তা করে।

১লা জানুয়ারি, ২০২৫ থেকে ৩১শে মার্চ, ২০২৫ পর্যন্ত মোট ১২৬ জন পাঠক এসেছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগারে পাঠকসেবা নেওয়ার জন্য।

২২শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫: বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ১৬ জনের একটি দল আমাই গ্রন্থাগার পরিদর্শন করেন। দলটির প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমান, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ। তিনি মন্তব্য করেন- "সমৃদ্ধ হলাম। বইয়ের এ সমৃদ্ধ আয়োজন জাতিকে আলোকিত করবে এ প্রত্যাশা রইল। বাংলার জয় হোক। বাংলা ভাষা বিশ্বজনীন হোক..."

বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ থেকে ১৬ জনের একটি দলের আমাই গ্রন্থাগার পরিদর্শন

গত ১২ই মার্চ ২০২৫: খন্দকার খালেদ রিয়াজ, সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, মাউশি ঢাকা, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন, "গ্রন্থাগারের পরিবেশ অত্যন্ত চমৎকার। বইয়ের ভান্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ। আমাই-কে ধন্যবাদ ও শুভকামনা।"

গত ১২ই মার্চ ২০২৫: ড. মনসুর আহমেদ (গবেষক) বগুড়া সরকারি কলেজ, বগুড়া, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন, "পরিবেশ চমৎকার। বাংলাদেশের বিভিন্ন ভাষা ভাষী গোষ্ঠীর সংগ্রহ বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করছি।"

গত ১৭ই মার্চ ২০২৫: ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগার পরিদর্শন করে মন্তব্য করেন, "বাংলাদেশের একটি অন্যতম ব্যতিক্রমধর্মী গবেষণা প্রতিষ্ঠান। চমৎকার তথ্য কালেকশন ও পরিবেশে ঘেরা এ লাইব্রেরি।"

বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ প্রতিবেদন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর ভাষার লিপি সংরক্ষণ ও প্রচারের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ (৯ ফাল্গুন, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ) তারিখে বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর্কাইভ সেবাকে আরও সহজীকরণের লক্ষ্যে দীর্ঘ প্রায় একবছর এর সংস্কার কাজ চলমান ছিল। প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ শেষে ২০ই মার্চ, ২০২৫ (৬ই চৈত্র, ১৪৩১) এ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের শ্রদ্ধেয় পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভের শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে এটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সপ্তম তলার পশ্চিম অংশে অবস্থিত। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ সেবাকে আরও প্রাণবন্ত করতে ১ম বারের মতো এখানে চালু করা হয়েছে ডিজিটাল ডিসপ্লে। একইসাথে বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) আর্কাইভ স্থাপন করা হয়েছে। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভে রয়েছে বিশ্বের ১৫৪টি ভাষার আদি লিখনরীতি ও লিখন বৈচিত্র্য (বর্ণমালা, লিখনশৈলী, শিলালিপি, চারুলিপি ইত্যাদি)। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভের সম্মুখ ভাগে রয়েছে বাংলাদেশ কর্নার। এখানে প্রদর্শিত হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হস্তলিপির নমুনা। বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভের বাংলাদেশ কর্নারে প্রদর্শিত আছে বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন 'চর্যাপদ' এবং হাতে লেখা বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতিলিপি। এছাড়া রয়েছে বিভিন্ন ভাষার লিপি যেমনঃ আজটেক লিপি, নকসি লিপি, জাপোটেক লিপি, মিকসটেক লিপি, ওঘাম লিপি ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ। নিম্নে বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভের উদ্বোধনের কিছু স্থিরচিত্র দেওয়া হলো।

আমাই পরিচালক মহোদয়সহ কর্মকর্তাদের বিশ্বের লিখনরীতি আর্কাইভ পরিদর্শনের একাংশ

লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড ২০২৫ সম্পর্কিত তথ্য

লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড ২০২৫-এ বাংলাদেশের মোট ৮টি অঞ্চল রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ আঞ্চলের ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণির ক-ক্যাটেগরিতে ১৫৭৫ জন এবং দশম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির খ-ক্যাটেগরিতে ৯৭৭ জন সর্বমোট ২৫৫২ জন শিক্ষার্থী অংশ গ্রহণ করে। তারই মধ্যে থেকে চূড়ান্ত পর্বে ৮টি অঞ্চলের বিজয়ী ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম শ্রেণির ক-ক্যাটেগরিতে ৬৩ জন এবং দশম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির খ-ক্যাটেগরিতে ৫৩ জন এবং সর্বমোট ১১৬ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ১২ই ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখ বুধবার আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মাতৃভাষা চর্চা, প্রচার ও প্রসার ঘটানো ইনস্টিটিউটের মূল লক্ষ্য। সকাল ০৯:৩০ মিনিটে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের পর বেলুন ও ফেস্টুন উড়িয়ে লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড-২০২৫ চূড়ান্ত পর্বের শুভ উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব সিদ্দিক জোবায়ের এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আজহারুল আমিন; খাদ্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোহা. আমিনুল ইসলাম এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক (মাধ্যমিক) প্রফেসর ড. খান মইনুদ্দিন আল মাহমুদ সোহেল।

বক্তব্য রাখছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব সিদ্দিক জোবায়ের

স্বাগত বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন) জনাব আবুল কালাম এবং সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডের সদস্য-সচিব ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (প্রশাসন) জনাব মোঃ আবদুল কাদের। অতিথিবৃন্দের বক্তব্যের পর প্রথম পর্বের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হয়।

বক্তব্য রাখছেন আমাইয়ের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

২য় পর্বে সকাল ১০:৪৫ মি. থেকে ১২.১৫ মি. পর্যন্ত আঞ্চলিক পর্যায় থেকে বিজয়ী শিক্ষার্থীরা দেড় ঘণ্টাব্যাপী লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড-২০২৫ এর নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে।

এর মধ্যে ক-ক্যাটেগরিতে ৩ জন চূড়ান্ত বিজয়ীদের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করেন জনাব কে. এম. খালিদ সাইফুল্লাহ্, সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা; ২য় স্থান অর্জন করে জনাব ইসরাত জাহান ইভা, বিবি মরিয়ম বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, নারায়ণগঞ্জ; ৩য় স্থান অর্জন করে জনাব নাহিয়ান সাদ, বরিশাল সরকারি মডেল স্কুল এন্ড কলেজ, বরিশাল এবং খ-ক্যাটেগরিতে ৩ জন চূড়ান্ত বিজয়ীদের মধ্যে ১ম স্থান অর্জন করে জনাব মাহমুদুল হাসান রাফি, নটরডেম কলেজ, ঢাকা; ২য় স্থান অর্জন করে জনাব তাকিফ জামান, গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুল, ঢাকা; ৩য় স্থান অর্জন করে জনাব তাহসিন আস-শাফি আল নাহিয়ান, আদর্শ স্কুল, নারায়ণগঞ্জ।

জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও অতিথিবৃন্দ

লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডের মূল্যায়ন ও ফলাফল ঘোষণা পর্বে ভাষাবিজ্ঞানী ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক প্রফেসর ড. হাকিম আরিফ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক, উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক প্রমুখ প্রশ্নোত্তরপর্ব ও উন্মুক্ত আলোচনা পরিচালনা করেন।

চূড়ান্ত বিজয়ী শিক্ষার্থীবৃন্দ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান বলেন, ভাষা মানুষের পরম সম্পদ। মাতৃভাষা চর্চার মধ্য দিয়েই একটি জনগোষ্ঠী তার মনন, মেধা ও চিন্তা প্রকাশ করে। পৃথিবীতে অনেক মাতৃভাষা বিপন্ন অবস্থায় রয়েছে এসব ভাষা সঠিকভাবে চর্চা না করলে তা মৃত্যু মুখে পতিত হবে। কাজেই বিপন্ন ভাষা চর্চা, অনুশীলন, পুনরুজ্জীবন, নথিবদ্ধকরণ আবশ্যক।

রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ
লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড ২০২৫-এর অংশবিশেষ

লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড আয়োজনের লক্ষ্য বিশ্বের প্রতিটি মাতৃভাষা চর্চাকে উৎসাহিত করা। মাতৃভাষা হারিয়ে যাওয়া মানে ঐ ভাষার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিলীন হয়ে যাওয়া। ভাষা বিজ্ঞানীদের অনুমান আগামী ৫০/৬০ বছরের মধ্যে বিশ্বের শতকরা ৯০% ভাষা পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাবে। ভাষা হোক সবার মত প্রকাশের স্বাধীনতার ভাষা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট এ কাজটি করে যাচ্ছে।

রাজশাহী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড ২০২৫-এর অংশবিশেষ

প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দের বক্তব্যের পর লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডের সদস্য-সচিব এবং উপপরিচালক (প্রশাসন) আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট জনাব মোঃ আবদুল কাদের এ আয়োজনের মূল বিষয়গুলো আলোচনা করে এ অয়োজনকে সফল করতে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ জানান।

বইমেলা ২০২৫ সম্পর্কিত তথ্য

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের নিয়মিত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিবছর একুশের বইমেলায় অংশগ্রহণ করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের স্মারক নম্বর: ৩৭.০০.০০০০.০৬১.০২৩.০০১.১২-২৫৪, তারিখ: ২রা ডিসেম্বর ২০২৪-এর আলোকে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে বইমেলা উপকমিটি গঠন করা হয়। বইমেলা উপকমিটিতে আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)। সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন জনাব খিলফাত জাহান যুবাইরাহ্, উপপরিচালক (প্রকাশনা), আমাই। উপকমিটির সার্বিক নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধানে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে বাংলা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত বইমেলায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্টল বরাদ্দ নেয়।

বাংলা একাডেমির বইমেলায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্টল

১লা ফেব্রুয়ারি থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলা বইমেলায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইসস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন বই, জার্নাল, সাময়িকী, সাহিত্য পত্রিকা ও অনুবাদ সাহিত্য প্রদর্শন ও বিক্রি করা হয়।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করা হয়। ২১ তারিখে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫-এর উদ্বোধন ও দেশব্যাপী আয়োজিত লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণকারী বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদানের প্রদানের মাধ্যমে চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার সূচনা, ২২ তারিখে আন্তর্জাতিক সেমিনার ও ভাষামেলার উদ্বোধন, ২৩ তারিখে জাতীয় সেমিনার ও ভাষামেলার সমাপন এবং ২৪ তারিখে শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানমালার সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

২১শে ফেব্রুয়ারি: মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫-এর উদ্বোধন

২১শে ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ০৪ (চার) দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব সিদ্দিক জোবায়ের। 'মাতৃভাষা ও টেকসই উন্নয়ন' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী। এ আয়োজনে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউনেস্কো বাংলাদেশের প্রতিনিধি ড. সুসান ভাইজ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। উক্ত অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। এর পর ভাষা শহিদ ও বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে দাঁড়িয়ে ০১ (এক) মিনিট নীরবতা পালন, একুশের গান পরিবেশন এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস শীর্ষক প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা কর্তৃক মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও বিকাশে অনন্যসাধারণ অবদান, মাতৃভাষার চর্চা ও গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক প্রাপ্তদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ বছর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা জাতীয় পদক প্রদান করা হয় অধ্যাপক আবুল মনসুর মুহাম্মদ আবু মুসাকে এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক পদক প্রদান করা হয় Joseph David Winter এবং বাংলাদেশ দূতাবাস প্যারিস-কে। পরবর্তীতে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা এ বছরের লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড বিজয়ীদের মধ্যে সনদপত্র প্রদান করেন। অতঃপর মাননীয় প্রধান উপদেষ্টাকে ইংরেজি, স্প্যানিশ, রুশ, চীনা, আরবি, ফরাসি, বাংলা, গারো ও মাহলী ভাষার শিশুরা তাদের নিজ নিজ মাতৃভাষায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে।

পদক প্রাপ্তদের সম্মাননা প্রদান করেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

ভাষা শহিদ ও বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে নিহতদের স্মরণে
দাঁড়িয়ে ০১ (এক) মিনিট নীরবতা পালন

২২শে ফেব্রুয়ারি: "বহুভাষিকতা এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য" শীর্ষক আন্তর্জাতিক সেমিনার সম্পর্কিত তথ্য

২২শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৪.৩০টা পর্যন্ত একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের মূল বিষয় ছিল "বহুভাষিকতা

পদক প্রাপ্তদের এবং লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড বিজয়ীদের সঙ্গে মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

লিঙ্গুইস্টিক অলিম্পিয়াড বিজয়ীদের সনদ প্রদান করেন মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা

এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য"। এই সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র সচিব জনাব মোঃ জসিম উদ্দিন এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকায় ইউনেস্কোর প্রধান সুসান ভাইজ। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান সেমিনারের সভাপতিত্ব করেন। "বহুভাষিকতা এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগ" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হ্যানোভারের ডার্টমাউথ কলেজের ভাষাতত্ত্ব ও জ্ঞান বিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডেভিড এ. পিটারসন। "বহুভাষিকতা এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগ" শীর্ষক মূল প্রবন্ধের আলোচনা করেন ঢাকার ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ও মানবিক বিভাগের অধ্যাপক আসিফা সুলতানা।

আন্তর্জাতিক সেমিনারের উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

২৩শে ফেব্রুয়ারি: "মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষী শিক্ষা" শীর্ষক জাতীয় সেমিনার সম্পর্কিত তথ্য

২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৪.৩০টা পর্যন্ত একটি জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করা হয়। সেমিনারের মূল বিষয় ছিল "মাতৃভাষা-ভিত্তিক বহুভাষী শিক্ষা"। এই সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রাক্তন অধ্যাপক ড. আবুল কাশেম ফজলুল হক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, ডিন, কলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন। "মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষী শিক্ষা: সংকট ও সম্ভাবনা" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মনিনুর রশিদ, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। "মাতৃভাষাভিত্তিক বহুভাষী শিক্ষা: সংকট ও সম্ভাবনা" শীর্ষক মূল প্রবন্ধের আলোচনা করেন প্রাক্তন অধ্যাপক মনসুর মুসা, আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

জাতীয় সেমিনারে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

২২শে এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারি: আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ভাষামেলা সম্পর্কিত তথ্য

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই) কর্তৃক ২২শে এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে দু'দিনব্যাপী ইনস্টিটিউট প্রাঙ্গণে ভাষামেলার আয়োজন করা হয়। ভাষামেলার এবারের প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল: 'ভাষা হোক বৈষম্য নিরসনের হাতিয়ার'। এ বছরই প্রথমবারের মতো ভাষামেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সনদপত্র প্রদান করা হয়। একই সঙ্গে ভাষামেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্য থেকে স্টল সাজানো, উন্নত মানের প্রকাশনা এবং নিজস্ব সাংস্কৃতিক উৎকর্ষতা প্রদর্শনের উপর ভিত্তি করে প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করে পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাক্রমে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি; ডাউন সিনড্রোম সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা এবং আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভাষামেলার উদ্বোধনীপর্বে আমাইয়ের পরিচালক মহোদয় ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

ভাষামেলার স্টলগুলোর অবস্থান লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। ভাষামেলায় আমাইসহ বাংলাদেশের ভাষিক গোষ্ঠীর প্রতিনিধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা বিভাগ, বিভিন্ন দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, ভাষাভিত্তিক সরকারি-বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের সমন্বয়ে মোট ১৮টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।

ভাষামেলায় অংশগ্রহণকারী একটি প্রতিষ্ঠানের স্টল

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ হল: (১) আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; (২) ডাউন সিনড্রোম সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা-১২১৯; (৩) ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; (৪) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা; (৫) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা; (৬) কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; (৭) এসআইএল ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, বাড়ি নং: ৯৭৪, রোড নং: ১, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬; (৮) বাংলাদেশ শিশু একাডেমি, ঢাকা; (৯) হেরিটেজ স্কুল, নারায়ণগঞ্জ; (১০) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট, বান্দরবান পার্বত্য জেলা; (১১) জাবারাং কল্যাণ সমিতি, খাগড়াপুর, খাগড়াছড়ি সদর, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা; (১২) রাশিয়ান হাউজ ইন ঢাকা, অ্যাম্বাসি অব দ্যা রাশিয়ান ফেডারেশন হাউস বাংলাদেশ, ৪২, ভাষাসৈনিক এম. এ. মতিন রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫; (১৩) ব্রিটিশ কাউন্সিল, ৫ ফুলার রোড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস, ঢাকা; (১৪) উর্দু বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; (১৫) স্টুডেন্ট ক্যারিয়ার কনসালটেন্সি,

৩৯৮/এ, রোড নং-২৯, মহাখালী ডিওএইচএস, ঢাকা-১২১২; (১৬) বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, আইসিটি টাওয়ার, আগারগাঁও, ঢাকা; (১৭) বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ১৪/৩, সেগুনবাগিচা, রমনা, ঢাকা। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট হতে প্রকাশিত ভাষাবিষয়ক গবেষণাধর্মী বিভিন্ন পত্রিকা, জার্নাল, বহুভাষী পকেট অভিধান, অনুবাদ গ্রন্থ ও পাণ্ডুলিপি, স্মরণিকা প্রভৃতি প্রকাশনা ভাষামেলার আমাইয়ের স্টলে প্রদর্শন ও বিক্রি করা হয়।

২৪শে ফেব্রুয়ারিঃ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সম্পর্কিত তথ্য

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৫ উদযাপন উপলক্ষ্যে ৪ (চার) দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার ৪র্থ দিন গত ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ অনুষ্ঠিত হয় শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা। শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা সকাল ০৮:৩০ ঘটিকা থেকে দুপুর ০১:৩০ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে দৈনিক নয়া দিগন্ত ও The daily observer দুটি পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয় এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য বিভিন্ন গ্রুপভিত্তিক ফরমসমূহ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ও ন্যাশনাল একাডেমি ফর অটিজম এন্ড নিউরো ডেভেলপমেন্ট ডিজঅ্যাবলিটিজ-এর ওয়েবসাইডে আপলোড করা হয়।

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার একাংশ

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় দেশি-বিদেশি অনেক প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন।

শিশুদের ৮টি ক্যাটাগরিতে-

‘ক’ দল (প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি) - ৩৪ জন

‘খ’ দল (প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি) - ৭৯ জন

‘গ’ দল (তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি) - ৪৯ জন

‘ঘ’ দল (ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি) - ৪৯ জন

‘ঙ’ দল (নবম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি) - ২৮ জন

‘চ’ দল (বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শ্রেণি) - ৩৫ জন

‘ছ’ দল (বিদেশি শিশুদের সিনিয়র গ্রুপ) - ০৩ জন

‘জ’ দল (বিদেশি শিশুদের জুনিয়র গ্রুপ) - ০৩ জন প্রতিযোগী ঐ দিনের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন।

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার একাংশ

বিভিন্ন গ্রুপে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থান অর্জনকারীরা হচ্ছে নিম্নরূপঃ

‘ক’ দল

১ম স্থান- মোঃ রিসালাত সাহ, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল এন্ড কলেজ (কেজি)

২য় স্থান- মোঃ আফরান আল হাসনাইন, সাফির আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ (নার্সারী)

৩য় স্থান- ওয়াজিহা হাসান আরিবাহ, লিটল এন্‌জেলস স্কুল (নার্সারী)

‘খ’ দল

১ম স্থান- আরিশা মায়মুন, এ,জি চার্চ স্কুল (২য় শ্রেণি)

২য় স্থান- মোঃ আফসারা সুলতানা রাহাত, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ (২য় শ্রেণি)

৩য় স্থান- মুরসালিন আল লাবিব, লিটল এনজেলস লার্নিং হোম (১ম শ্রেণি)

‘গ’- দল

১ম স্থান- প্রকৃতি চৌধুরী, অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল (৫ম শ্রেণি)

২য় স্থান- ঋষিত শীল ধৃতি, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সি আব্দুর রউফ স্কুল এন্ড কলেজ (৩য় শ্রেণি)

৩য় স্থান- ওয়াফিকা হাসান আজিবাহ্, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ (৫ম শ্রেণি)

‘ঘ’ দল

১ম স্থান- সৌভিক সাহা, নারায়নগঞ্জ আইডিয়াল স্কুল (৬ষ্ঠ শ্রেণি)

২য় স্থান- বিহান কুমার সাহা, আদমজী ক্যান্টেনমেন্ট পাবলিক স্কুল (৭ম শ্রেণি)

৩য় স্থান- আফরিনা ফাবাহ্, ভিকারুননিসা নূন স্কুল (৬ষ্ঠ শ্রেণি)

‘ঙ’ দল

১ম স্থান- আরাফাত ইসলাম, শেরেবাংলা নগর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় (১০ শ্রেণি)

২য় স্থান- আনিশা সান্তনি, রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ (১০ম শ্রেণি)

৩য় স্থান- মোঃ আশরাফুল আলম আবির, হায়দার আলী স্কুল এন্ড কলেজ (১০ম শ্রেণি)

'চ' দল

১ম স্থান- কানিজ ফাতেমা ঐশী, ঢাকা সরকারি বধির হাইস্কুল (৯ম শ্রেণি)
২য় স্থান- কাউসার, ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেন স্কুল (১ম শ্রেণি)
৩য় স্থান- সুরমা, ফ্যামিলিজ ফর চিলড্রেন স্কুল (১ম শ্রেণি)

'ছ' দল

১ম স্থান- Guo xuanchen, Grace International School (B-group)
২য় স্থান- Ms Miroslava Ivankova, School of the Embassyof the Russian federation; (B-group)
৩য় স্থান- Hein Htoo Aung, Sydney Internation School, (B-group)

'জ' দল

১ম স্থান- Kian Hiniduma Liyarage, Slab Buddhist School, (A-group)
২য় স্থান- Md. Reazul Azmayeen Safwan, Mohammadpur Preparatory school and college, (A-group)
৩য় স্থান- Zhoujinglan, EFID, The Embassy of china (A-group).

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরুস্কার বিতরণের একাংশ

প্রতিযোগিতায় প্রতিযোগীদের বিজয়ী নির্বাচন করার জন্য ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি বিচারক প্যানেল গঠন করা হয়। প্যানেলের সদস্যবৃন্দ হলেন-

১. অধ্যাপক ড. আজহারুল ইসলাম শেখ, ডীন, চারুকলা অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২. অধ্যাপক আব্দুল আজিজ, প্রাচ্যকলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩. অধ্যাপক ইস্রাফিল প্রাণ, গ্রাফিক ডিজাইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪. শহীদ আহমেদ মিঠু, বাংলাদেশ শিশু একাডেমি ও
৫. মোহম্মদ সেলিম, নিয়ন্ত্রক ডিজাইন, বাংলাদেশ টেলিভিশন।

অনুষ্ঠানে সার্বিক তদারকি, তথ্য সরবরাহ এবং সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করেন:

১. জনাব আবুল কালাম, অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আমাই
২. জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী, অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা), আমাই
৩. জনাব আবু তালেব মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, সংযুক্ত কর্মকর্তা, আমাই
৪. জনাব শেখ শামীম ইসলাম, উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ), আমাই।

শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরুস্কার বিতরণের সম্বলিত ছবি

উক্ত প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান; বিশেষ অতিথির দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (প্রশাসন, অর্থ ও প্রশিক্ষণ) জনাব আবুল কালাম; সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক (ভাষা, গবেষণা ও পরিকল্পনা) জনাব মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী এবং সঞ্চালকের দায়িত্ব পালন করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের উপপরিচালক (অর্থ ও প্রশিক্ষণ) শেখ শামীম ইসলাম ও সহকারী পরিচালক (সেমিনার) মোসাম্মত আলিয়া সুলতানা।

২৬শে মার্চ, ২০২৫ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন সম্পর্কিত তথ্য

২৬শে মার্চ, ২০২৫ মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে বিকাল ২:৩০ঘটিকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ৩য় তলা ৩০৭ নং কক্ষে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ। আলোচনায় সভাপতি মহান স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরেন এবং স্বাধীনতার চেতনা লালন ও ধারণ করে দেশের কল্যাণে নিজেদেরকে নিয়োজিত রাখার অনুরোধ করেন।

বিক্রয়কেন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য

পৃথিবীর মাতৃভাষা রক্ষণ, নথিবদ্ধ করাসহ ভাষার অবয়বগত উন্নয়ন সাধনের জন্য ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রকাশনা ও সুভেনির বিক্রয়ের জন্য ২০২৩ সালের ১০ই ডিসেম্বর আমাই বিক্রয়কেন্দ্রের শুভ উদ্বোধন হয়। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের বিক্রয়কেন্দ্র (সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত) রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে বিকাল ৪.৩০টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য খোলা থাকে। বিক্রয়কেন্দ্রে বিভিন্ন প্রকাশনার মধ্যে

রয়েছে - মাতৃভাষা পিডিয়া, অভিধান, অনুবাদ, ভাষা সংক্রান্ত গ্রন্থ, সংকলিত গ্রন্থ, মাতৃভাষা পত্রিকা, স্মরণিকা, অন্যান্য।

২০২৫ সালের জানুয়ারী-মার্চ মাসে বিক্রয়কেন্দ্রের কার্যক্রম নিম্নরূপ

ক্রম	বিক্রিত প্রকাশনার নাম	প্রকাশনার সাল	বিক্রিত সংখ্যা
১.	মাতৃভাষাপিডিয়া ১ম খণ্ড	২০২৪	০২ কপি
২.	মাতৃভাষাপিডিয়া ২য় খণ্ড	২০২৪	০২ কপি
৩.	মাতৃভাষাপিডিয়া ৩য় খণ্ড	২০২৪	০২ কপি
৪.	মাতৃভাষাপিডিয়া ৪র্থ খণ্ড	২০২৪	০২ কপি
৫.	Matribhashapedia Volume:1	২০২৪	০১ কপি
৬.	সমকালীন ভাষাবিজ্ঞান	২০২৪	০১ কপি
৭.	বাংলার শব্দ-মানচিত্র	২০২৫	০২ কপি
৮.	ঠার-বাংলা অভিধান	২০২৩	
৯.	বিশ্বসাহিত্যের সেরা গল্প	২০২৫	০১ কপি
১০.	কোচ (থার) অভিধান	২০২৪	০১ কপি
১১.	সিলেটি নাগরীলিপি শিক্ষা	২০২৪	১২ কপি
১২.	ঢাকাইয়া উর্দু-বাংলা অভিধান	২০২৪	০৩ কপি
১৩.	চাক বাংলা অভিধান	২০২৫	০১ কপি
১৪.	বহুভাষী পকেট অভিধান বাংলা, ইংরেজি, চীনা, জাপানি ও কোরীয় ভাষায়	২০২৩	০৪ কপি
১৫.	বহুভাষী পকেট অভিধান বাংলা, ইংরেজি, আরবি, ফারসি ও তুর্কি ভাষায়	২০২৩	০১ কপি
১৬.	বহুভাষী পকেট অভিধান বাংলা, ইংরেজি, জার্মান, রুশ ও স্পেনীয় ভাষায়	২০২৩	০২ কপি
১৭.	বহুভাষী পকেট অভিধান বাংলা, ইংরেজি, ফরাসী, ইটালী ও পোর্তুগীজ ভাষায়	২০২৩	০১ কপি
১৮.	বহুভাষী পকেট অভিধান বাংলা, ইংরেজি, হিন্দি ও বাহাসা মালয়েশিয়া ভাষায়	২০২৩	০৪ কপি
১৯.	মাতৃভাষা পত্রিকা বর্ষ ৮ সংখ্যা ১-২	২০২৪	০১ কপি
২০.	একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস		০১ কপি
২১.	বৈষম্য-বিরোধী আন্দোলন-২০২৪ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতিফলন	২০২৫	০২ কপি

আমাই মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানাদি সম্পর্কিত তথ্য

- ০১লা জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখ সকাল ১০:০০টা থেকে দুপুর ০১:০০টা পর্যন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক 'মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের এমপিওভুক্ত শিক্ষক/কর্মচারীদের বেতন ভাতাদি অনলাইনে ইএফটি পদ্ধতিতে প্রেরণ কার্যক্রম উদ্বোধন আয়োজন করা হয়।
- ০৬ই জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক 'সমন্বয় উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত অগ্রগতি সভা' আয়োজন করা হয়।
- ১৩ই জানুয়ারি, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক 'সমন্বয় উন্নয়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত অগ্রগতি সভা' আয়োজন করা হয়।
- ২৫শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে রাত ০৮:০০টা পর্যন্ত পপুলার লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি কর্তৃক 'বিশেষ আলোচনা সভা' আয়োজন করা হয়।
- ০৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত ট্রাস্ট ইসলামী লাইফ ইনস্যুরেন্স লিঃ কর্তৃক 'অফিস ইনচার্জ কনফারেন্স' আয়োজন করা হয়।
- ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত Corporate Academy কর্তৃক সমাবর্তন ও সেমিনার আয়োজন করা হয়।
- ১৭ই মার্চ, ২০২৫ তারিখ সকাল ০৯:০০টা থেকে দুপুর ০২:০০টা পর্যন্ত জাতীয় সুফি জাগরণ পরিষদ কর্তৃক 'সুফি কনফারেন্স-২০২৫ এর আয়োজন করা হয়।

প্রাপকের অবর্তমানে নিচের ঠিকানায় ফেরত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হলো :

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট (আমাই)
শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি
১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
E-mail: imli.moebd@gmail.com, Phone: 88-02-8391346
Website: www.imli.gov.bd

প্রাপক

....

....

....

সম্পাদক: অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান

নির্বাহী সম্পাদক: মোহাম্মদ নূরে আলম সিদ্দিকী

সহযোগী সম্পাদক: ড. নাজনিন নাহার

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণি, ১/ক সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০ কর্তৃক প্রকাশিত ও বনর্নস কালার স্ক্যান প্রিন্টার্স থেকে মুদ্রিত।